# আনা(ত



'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো



## আনাতোলি মিতিয়ায়েভ



অনুবাদক অরুণ সোম ছবি একৈছেন ইউরি মোলোকানভ





'রাদুগা' প্রকাশন মস্কো



# थूनऋटि ब्रिल्या

প্থিবী নামে গ্রহে একটা দেশ আছে, সেই দেশে আছে এক শহর, সেই শহরে বাস করত এক ছেলে — নাম তার গ্রিশকা। সে ছিল দ্রন্ত আর মারপিটে ওস্তাদ — তার মতো এত খারাপ প্থিবীতে আর কেউ ছিল না। বড়দের কথা শ্নত না, ছোটদের পেছনে লাগত। এই জনাই কেউ তাকে ভালো নামে ডাকত না, এমন কি তার যে ডাকনাম গ্রিশা সেই নামেও ডাকত না, মুখ বাঁকিয়ে বলত গ্রিশকা।

একবার গ্রিশকা উঠোনে বেরিয়ে আসতে দেখে মারিনা নামে একটা মেয়ে তিন-চাকার সাইকেল চড়ে ঘ্রের বেড়াচছে। গ্রিশকা অর্মান মারিনাকে সাইকেল থেকে ধারু দিয়ে ফেলে দিল, নিজে তাতে চেপে বসে রাস্তার জল-কাদার ওপর দিয়ে ছ্রটিয়ে দিল। কিছ্কেণ আগে ব্লিট হয়ে গেছে, চারধারে অনেক জল জমেছে। গ্রিশকা সাইকেল হাঁকায় — সমানে জল-কাদা ছেটে। তার বেশ লাগছিল, সে গান ধরল:

'গ্রিশকার হাতে খেলে মার, নির্ঘাত চিবি হবে বার! নির্ঘাত চিবি হবে বার, গ্রিশকার হাতে খেলে মার!'

এই ভাবে গ্রিশকা আগে-পিছে সাইকেল চালাতে থাকে, গান গেয়ে চলে — তার সে গানের না আছে শ্রুর, না আছে শেষ। শেষকালে সাইকেল চড়ার আর গান গাইবার শখ



মিটে গেলে সাইকেলটাকে সে রেখে দিল রাস্তার জল-কাদার মাঝখানে। দর্রত্ত ছেলের আর কী! ওর পায়ে গামব্ট! জল-কাদা থেকে সে উঠে এলো শ্কনো জায়গায়, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী করে মারিনা তার জনতো পায়ে জলে নামে সাইকেলটা নিতে।

জল-কাদায় জনতো নতা করার ইচ্ছে মারিনার ছিল না। সে নিয়ে এলো একটা ইট, তারপর একটা ছোট তক্তা, ছোটখাটো একটা সাঁকো তৈরি করার জন্য। কিন্তু মারিনা যেই সাঁকো করে ফেলল অমনি গ্রিশকা সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে রাখল পাশের আরেকটা জল-কাদা জমা জায়গায়।

মারিনার মনে বড় দৃঃখ হল, সে কে'দে ফেলল, তা দেখে গ্রিশকার মৃথে হাসি আর ধরে না। ঠিক সেই সময় পড়শী-বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে এলো ভানিয়া নামে একটি ছেলে। গ্রিশকাকে ঘাড়ে ধরে সে বলল:

'যা ত, ভালোয়-ভালোয় এক্ষ্রিন সাইকেলটা নিয়ে আয়! পালানোর কথা মনেও আনবি না, ধরে ফেলব — আরও খারাপ হবে।'

ভানিয়া মাথায় ছিল গ্রিশকার সমান, বয়সেও তার চেয়ে বড় ছিল না, কিন্তু গ্রিশকা ভয় পেয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য না করে জল-কাদার মধ্যে গিয়ে নামল।

গ্রিশকা যখন বশ মেনে নিয়ে মারিনাকে সাইকেল দিতে গেল, তখন এই আশ্চর্য দ্শ্য দেখতে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা সবাই ছুটে এলো। ওরা ছিল ঠিক বিশজন। আর বিশটা মেয়েই আহ্মাদে খিলখিল করে হাসতে লাগল — খ্নস্টেটা শাস্তি পেয়েছে! শুখ্ খিলখিল হাসিই নয়, তারা আঙ্ল দিয়ে গ্রিশকাকে দেখাতে লাগল, বানরের মতো ভেংচি কাটল তাকে দেখিয়ে।

লম্জায় দুঃখে গ্রিশকা এক ছুটে চিলেকোঠায় চলে গেল, অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইল। সে বসে বসে ভাবতে লাগল কী করে মারিনার সমর্থক এই ছেলেটার ওপরে শোধ নেওয়া যায়।

'ওকে এমন একটা ল্যাং মারব যাতে ধপ করে গিয়ে পড়ে রাস্তার জল-কাদার মধ্যে আর পড়ার সময় জলের ছিটে বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওঠে!

'নয়ত ও লিফ্টে ওঠার সময় তক্কে তক্কে থাকতে হয়, তখন লিফ্টটা বেকল করে দিতে হয় যাতে সারা সপ্তাহ লিফ্টের ভেতরে আটকা পড়ে থাকে।

'না, তার চেয়েও ভালো হয় পাশের বাড়ির আলসেশিয়ান কুকুরটাকে লাগিয়ে দিলে যাতে ওকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দেয়, য়েমন করে ফেলে দেয় সীমান্ত পেরিয়ে আসা গ্রেডা-বদমাশদের, আর এই সময় কুকুরটা যেন সামনের দ্বটো থাবা ওর ব্বেকর ওপর রাখে।'

গ্রিশকার মাথায় একটির চেয়ে আরও বেশি ভরঙকর একেকটি ছবি খেলে যেতে লাগল। কিন্তু শিগ্রিগরই তাকে মনে মনে মানতে হল যে এমন মাথা খাটিয়ে বার করা চমংকার চমংকার উপায়গ্রলোর কোনটাই কাজে লাগানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পড়শীদের কুকুরটা কখনই — এমন কি এক টুকরো মাংসের লোভেও — তার বশে আসবে না! লিফ্ট বেকল করে দিলে সবচেয়ে খারাপ হবে গ্রিশকার নিজেরই — সে থাকে সেই ওপরের তলায়। ভানিয়াকে ল্যাং মারার জন্য পা অবশ্যই বাড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু তাতে গ্রিশকারই কাদাজলে স্নান করার সম্ভাবনা বেশি। মোটকথা, তার শত্রটা বড় বেশি চটপটে। ধর গ্রিশকা যদি পালোয়ান হত! তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তাহলে সে একচোট দেখিয়ে দিতে পারত!..



### ञ्चायाना ज्ञान कार जिनका

গ্রিশকা যে শহরে বাস করত সেই একই শহরে, একই রাস্তার ওপর বাস করত এক মহাকাশচারী। সব মহাকাশচারীর মতো সেও ছিল ভালোমান্ধ। কাউকে সাহায়্য করতে বা ভালো পরামর্শ দিতে সে অস্বীকার করেছে এমন ঘটনা কথনও ঘটে নি। শহরের ছেলেপ্লেরা তার ম্থের গলপ শোনার ইচ্ছে হলে, বাতাসা দিয়ে চা খাওয়ার কিংবা স্রেফ চৌকো সাজানো খেলার ইচ্ছে হলে তার কাছে আসত। তাছাড়া বিছানায় শোয়ামার কী করে ঘ্রমিয়ে পড়া বায় তাও সে ছেলেপ্লেদের শেখাত। কিছু কিছু বাচ্চা আছে যারা খাটের ভেতরে ছটফট করে, ঘ্যানঘ্যান করে, র্পকথা বলার আবদার ধবে — কিছুতেই ঘ্রমাতে পারে না। কিছু মহাকাশচারী যখন মহাকাশ্যানে, তখন প্রিবী থেকে ঘ্রমিয়ে পড়ার নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘ্রমিয়ে পড়ে। এই বিদ্যাই সে শেখাত ছেলেপ্লেদের।

'মহাকাশচারী সব করতে পারে,' চিলেকোঠায় বসে বসে মনে মনে ভাবল গ্রিশকা।
'চাই কি আমাকে পালোয়ানও করে দিতে পারে। একবার গিয়েই দেখি না ওর কাছে।'
এই ভেবে গ্রিশকা গেল মহাকাশচারীর কাছে। গ্রিশকাকে মহাকাশচারী তার অফিসকামরায় এনে আরামের চেয়ারে বসতে দিল, জিজ্ঞেস করল:

'আমার কাছে কী মনে করে, গ্রিশা? একটু চা খাবে কি, নাকি আমার মেডেলটেডেলগর্লো দেখতে চাও, হাত দিয়ে ছইতে চাও? চায়ের জল এখানি গরম বসাচিছ, আর
মেডেলগালো আছে এই এখানে, আমার টেবিলের দেরাজের ভেতরে। নাকি অন্য
কোন মতলব আছে তোমার মনে?'

গ্রিশকা সবগ্রেলা মেডেল দেখল, একে একে প্রত্যেকটি মেডেল আঙ্কলে ছারে ছারে দেখল, আমতা আমতা করতে লাগল।

'অন্য একটা কাজে এসেছি আমি,' সাহসে ভর করে বিড়বিড় করে বলল সে। 'লোকে বলে যে আপনি নাকি সব করতে পারেন। এটা কি সতিয়?'

'সত্যি,' মহাকাশচারী জবাব দিল।

'তাহলে আমাকে পালোয়ান করে দিন,' খ্রিশ হয়ে বলল গ্রিশকা। 'এমন পালোয়ান করে দিন যেন... যেন দম্ভুরমতো সাংঘাতিক হতে পারি!'

'ভালো কথা। আমি তোমাকে সাহাষ্য করব,' রাজী হয়ে বলল মহাকাশচারী। 'কিন্তু আমাকে বল দেখি সাংঘাতিক রকমের পালোয়ান হওয়ার এমন সাধ হল কেন তোমার?'

এই প্রশেন গ্রিশকা ঘাবড়ে গেল। তার শিরদাঁড়াটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। কিন্তু সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কিছ্ম করার নেই।





'ভানিয়াকে মার দিতে চাই। ও আমাকে মেয়েদের সকলের সামনে লজ্জা দিয়েছে। মেয়েরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, বাঁদরের মতো মুখ ভেঙ্চেছে।'

'সবই ব্রুলাম.' বিষয় সুরে মহাকাশচারী। 'সবই ত বুঝলাম... কিন্তু মারকুটেদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আমি এক কথার মান ম। কথা যখন দিয়েছি যে তোমাকে পালোয়ান করে দেব, তখন দেবই। এই হল মহাকাশ বিমানঘাঁটির পাস্। আমার মহাকাশ্যানটা নিয়ে গিয়ে শক্তির খোঁজে চাঁদে পাড়ি জমাও। যদি সেই শক্তিও কম বলে মনে হয় তাহলে কাছের কোন গ্রহাণতেে যেতে পার। দেখো, মহাকাশে আবার পথ ভুল করে বসো না। এই রইল তোমার ম্যাপ — এতে রুট আঁকা আছে। কেবল মনে রেখো, চাঁদের দুপাশে আরও দুটি চাঁদ আছে। তারা বড় বড়, প্রথিবীর সমান। কিন্তু তাদের দেখা যায় না এই জন্যে যে তারা হল ধুলোয় তৈরি। ধুলোর চাঁদে কিছু করার নেই।'

'কিছ্ব করার নেই কেন বলছেন?' গ্রিশকা জিজ্জেস করল। 'মহাকাশ্যানটার গায়ে ধ্বলো লাগবে বলে বৃঝি আপনার ভয় হচ্ছে? আমি কিন্তু ফিরে এসে পরিষ্কার করে দেব।'

'কথাটা তা নয়,' মহাকাশচারী হাসতে হাসতে বলল। 'ওরকম চাঁদের ভেতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে উড়ে গেলেও তাকে মোটেও লক্ষ করতে পারবে না। তাই বলি কি, মিছিমিছি রকেটের জনালানি থরচ করো না। আচ্ছা, তোমার যাত্রা শভ হোক!'





### शृथिवी थएक शिनकात यात्रा

গ্রিশকার এত আনন্দ হল যে সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে উধর্ব শ্বাসে ছর্টল মহাকাশ বিমানঘাঁটিতে, তার কেবলই ভয় হচ্ছিল এই ব্রিঝ মহাকাশচারী তার মত পালটে ফেলে, পাস্টা কেড়ে নেয়, শুখু তা-ই নয়, দুরন্তপনার জন্য তাকে কষে গালাগালও দিয়ে বসতে পারে! কিন্তু না, পথে গ্রিশকাকে কেউ পিছু ভাকল না, তাছাড়া মহাকাশ বিমানঘাঁটির কর্ম চারীরা তাকে খুব খাতির করল। তারা গ্রিশকাকে মহাকাশযানার পোশাক পরতে সাহায্য করল, তাকে মহাকাশযানে বসিয়ে দিল এবং যেমন চল আছে সেই মতো ভালোয় ভালোয় প্রত্যাবর্তন ও নিরাপদ অবতরণ কামনা করল।

ইঞ্জিনগানলো কাজ শারে করে দিল। কংক্রিট প্যাড থেকে রকেট আলাদা হয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রিবীর ওপর দিকে উঠতে লাগল। পোর্টহোল-জানলার বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল অশ্বস্থ গাছের মাথা, মাথার ওপরকার কাকের বাসা। 'প্রথম তলাটা পেরিয়ে গেলাম,' গ্রিশকা মনে মনে হিসাব করে বলল।

আকাশের দ্বিতীয় তলায় উড়ে চলেছে এক ঝাঁক চাতক পাখি। এই পাখিরা ওড়ে অনেক উ'চুতে, কিন্তু তারাও দেখতে দেখতে নীচে পড়ে রইল।

তিন তলায় ছড়িয়ে ছিল নীল মেঘের চাদর। তার ভেতর থেকে ঝরে পড়ছিল বৃণিট। বৃণিটর মধ্যে রকেটকে বেশিক্ষণ উড়তে হল না। দেখতে দেখতে জানলার পাশে শ্রুর হয়ে গেল তুষারকণার ঘূণি। খাঁটি বরফঝড়! এই তাহলে ব্যাপার! বৃণিট শ্রুর হয় বরফ দিয়ে। মেঘের ঠিক নীচটায় কনকনে হিম। কেবল প্থিবীর একেবারে কাছাকাছি গরম বাতাসের ভেতরে এসে বরফের স্ফটিক দানাগ্রলো গলতে থাকে, গলতে গলতে হয়ে যায় ফোঁটা ফোঁটা জল।

রকেট যখন মেঘের ঠিক মাঝখানটায় ছিল তখন মহাকাশযানের কেবিন উজ্জ্বল নীল আলোয় ভরে গেল। এটা হল বিদ্যাৎ — সামান্য দ্বের ঝলক দিচ্ছে। কিন্তু বাজের আওয়াজ গ্রিশকা শ্বনতে পেল না — রকেটের ইঞ্জিন বাজের কড়কড় আওয়াজের চেয়ে বেশি জোরে ঘর্মর করছিল।

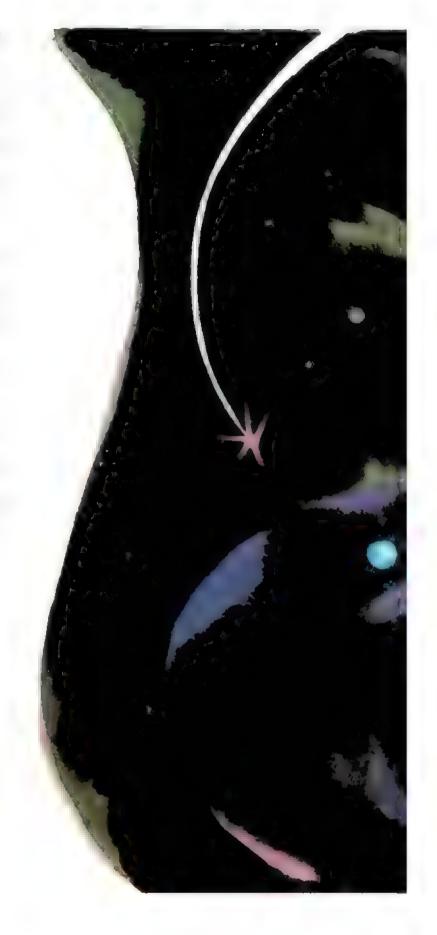
এবারে মেঘও নীচে রয়ে গেল। মেঘ ঝুলছিল প্থিবীর ওপরে, যেন একটা সাদা কম্বল। তাছাড়া তাকে তুষারের স্ত্পে ঢাকা শীতকালের মাঠের মতোও দেখাচ্ছিল। এমন কি গ্রিশকার এমনও মনে হচ্ছিল সাদা স্ত্পেটার ওধার থেকে যখন তখন একদল লোক ফিক করতে করতে চলে আসতে পারে। কিংবা ছুটে আসতে পারে স্লেজে জোতা ঘোড়া।

এটা অবশ্য ঘটার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আকাশের চতুর্থ তলায়, মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল একটা বড় জেট প্লেন। গ্রিশকা সেটার দিকে হাত নাড়াল। প্লেনটাও অশ্বত্থ গাছগন্লোর মতো, পাথির ঝাঁক আর মেঘের মতোই পড়ে রইল নীচে।

এদিকে ওপরে কিরণ দিচ্ছিল স্থা। কোন বাধা তার নেই, কিছ্ই তাকে আড়াল করতে পারছে না এখন, কেননা এবারে শ্রু হয়ে গেছে মহাকাশ। কেবল স্থেরি একপাশে চোখে পড়ল চাঁদের ফেকাসে হল্দ চাকা। এই চাকার মাঝখানে লক্ষ করে চলল গ্রিশকার রকেট।

মহাকাশ্যান প্থিবী থেকে যত দ্রে সরে যেতে লাগল আকাশও হয়ে উঠতে লাগল তত অন্ধকার। শেষকালে আকাশ হয়ে গেল ঘ্টঘ্টে কালো, ঝুলকালি বা জ্বতো-পালিশের মতো। কালো আকাশের ব্বেক দ্রের তারাগ্বলো দার্ণ জ্বলজ্বলে হয়ে ঝলক দিতে লাগল।

গ্রিশকা পেছন ফিরে তাকাল। প্থিবীটা ছোট হতে হতে হয়ে গেছে একটা ফিকে নীল রঙের বল্-এর সমান।দ্রের নীল প্থিবীর দিকে তাকাতে গ্রিশকার মন ভার হয়ে গেল। এই মৃহ্তে কেউ যদি তার পাশে থাকত তাহলে তাকে মমতা না দেখিয়ে পারত না।





## जंएस्त चूक ब्रिनका

গ্রিশকা জানলার গায়ে নাক ঠেকিয়ে ওপর থেকে চাঁদের দিকে দ্ভিপাত করল। তার ব্বেক না আছে কোন নদী, না আছে কোন হ্রদ, না কোন উপবন, এমন কি একটা গাছও নেই — ধ্ব-ধ্ব করছে ছাই-ছাই হলদেটে সমভূমি, আর সমভূমির ওপরে পাহাড়। প্থিবীতে পাহাড় থাকে সারি বে'ধে, কিন্তু চাঁদের ব্বেক তারা রয়েছে চক্রাকারে, যেন কোন মন-মাতানো কথা শোনার জন্য সকলে গোল হয়ে জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়।

চাঁদের পাহাড়গনলোকে গ্রিশকার মনে হচ্ছিল তাদের বাড়ির উঠোনটার মতো: সেখানে এই রকম গোল হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েরা, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল, হি-হি করে হাসছিল তাকে নিয়ে। সেই সময় গ্রিশকা তাদের বেশ করে দেখে নিয়েছিল চিলেকোঠা থেকে। 'বেশ, বেশ,' গ্রিশকা মনে মনে ভাবল। 'আমি তোদের দেখে নেব, হাসি বেরিয়ে যাবে তোদের, এমন মজা টের পাইয়ে দেব…'

আমাদের জানা আছে যে গ্রিশকা সাংঘাতিক সাংঘাতিক ধরনের প্রতিহিংসা মাথা খাটিয়ে বার করতে ভালোবাসে। কিন্তু এবারে সে কিছ্র ভেবে বার করার অবকাশ পেল না: রকেট চাঁদে নেমে গেছে, তাকে এখন বেরোতে হয়। গ্রিশকা যেই চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছে অমনি সে পা হড়কে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। গ্রিশকা বিন্দর্মার চোট পেল না, সে লক্ষ করল যে পড়লও যেন কেমন ধারে ধারে। একবার প্রথিবীতে থাকতে গ্রিশকা ফুটপাথের জমাট পেছল বরফের ওপর দিয়ে মজা করে পা হড়কে হড়কে চলছিল।



সেখানে সে দড়াম্ করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল বটে! এমন পড়াই পড়েছিল যে মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে ওঠে। অথচ চাঁদে দেখা যাচ্ছে পড়ে গেলে মোটেই ব্যথা লাগে না. বরং বলা যেতে পারে, ভালোই লাগে।

গ্রিশকা ফিরে উপ্কৃ হয়ে নাকের সামনে যে দৃশ্য দেখতে পেল তা ভালোমতো লক্ষ করতে লাগল। সে দেখতে পেল চারপাশে সর্বন্ত প্র্তার আকারের ছোট ছোট কাচ ছড়ানো। এগ্নলোই তার জ্বতোর সোলের নীচে পড়ে গড়ায় আর এতেই চাঁদ হয়েছে পেছল।

'কারা এখানে ওগ্রলো ছড়াল?' গ্রিশকা মনে মনে ভাবল। 'আরেকটু সাবধানে চলা দরকার দেখছি।'

কিন্তু গ্রিশকা শিগগিরই সাবধান হওয়ার কথা ভূলে গেল। সে আবিষ্কার করল তার এত দরে আর এত উচুতে লাফানোর ক্ষমতা দেখা দিয়েছে যে প্থিবীতে সেরা সেরা চ্যাম্পিয়নের পক্ষেও তেমন লাফানো সম্ভব নয়। গ্রিশকা অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হল বেজায় চওড়া চওড়া গর্ত, লাফিয়ে উঠে গেল উচু উচু পাথরের চাঙড়ার ওপরে এবং... লাফাতে লাফাতে হয়রান হয়ে গেল। একবার একটা লাফ দেওয়ায় পর সে গিয়ে পড়ল এক ফাটলের মধ্যে। ফাটলটা, সোভাগ্যবশত, তেমন গভীর ছিল না, কিন্তু দর্ভাগ্যবশত তোরঙ্গের সমান বিশাল একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে তার ধাকা লেগে গেল। পাথরটা গড়িয়ে পড়ে ফাটল বন্ধ করে দিল, গ্রিশকাও আটকা পড়ে গেল ফাটলের ভেতরে।

গ্রিশকা গ্রন্টিস্রটি মেরে ফাটলের মধ্যে বসে রইল। তার মাথায় আসতে লাগল যত রাজ্যের বিষম চিন্তা। তার মনে পড়ে গেল মা-বাবার কথা — তাঁদের সে বলেও নি কোথায় যাচ্ছে। তাছাড়া এ কথাও ভাবল যে মহাকাশচারীকে তার রকেটটা এখন আর





সে ফেরত দিতে পারছে না।

বেকায়দায় বসে থাকার ফলে গ্রিশকার পায়ে ঝি°ঝি° খরে গেল। সে পাদ্দটো সামান্য টানটান করার চেন্টা করল। তাকে জ্বতো পারে ফাটলের তলায় আর হেলমেট-পরা মাথা দিয়ে পাথরে ঠেলা দিতে হল। আর কী আশ্চর্য কান্ড! পাথর ধীরে ধীরে সামান্য উঠে গেল। তা দেখে গ্রিশকা দ্বাতে ঠেলা মারতে পাথরটা একপাশে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল। ওঃ ছোট্র ছেলে গ্রিশকার সে কী আনন্দ! ফের সে ছাড়া পেয়েছে! শ্ব্র্য তা-ই নয়, পালোয়ানও হয়েছে সে। না, মহাকাশচারী তাকে ঠকার নি। কথা রেখেছে!

গ্রিশকা হতচ্ছাড়া চাঁদের পাথরের চাঁইটা গড়াতে লেগে গেল। ওটাকে সে গড়াতে লাগল একটা খালি পিপের মতো, এতে তার একটুও পরিশ্রম হল না।

এমন সময় একটা পাথর — উল্কাপিণ্ড, মহাকাশ থেকে উড়ে এসে গ্রিশকার নাকের সামনে চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ল। পাথরটা এত জ্যোরে আছড়ে পড়ল যে মৃহ্তের মধ্যে মাটি গরম হয়ে উঠল, টগবগ করতে লাগল ফুটন্ত জলের মতো। এমন কি বান্পের ধারা পর্যন্ত উঠল ওপরের দিকে।

গ্রিশকা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। উল্কাপিশ্ডটা যদি তার পোশাকে এসে লাগত তাহলে বিপদ থেকে পার পাওয়া যেত না। এরকম একটা দুশ্চিন্তা মনে মনে অনুভব করার পর গ্রিশকা যখন নিজেকে সামলে নিচ্ছে সেই সময় তার হেলমেটের গায়ে বৃণ্টির টুপটাপ ফোঁটা পড়ার মতো কিসের যেন আওয়াজ উঠল। বান্তবিকই এটা ছিল চাঁদের বৃণ্টি। গ্রিশকা দুহাত পাতল, তার হাতে এসে পড়ল এক রাশ কাচের প্র্তি — যে ধরনের প্রতিছিদানা ছিল চাঁদের জমিতে। 'আচ্ছা, এখন বোঝা গেল কোখেকে আসে চাঁদের প্রতি!' গ্রিশকা এবারে অনুমান করতে পারল। পৃথিবীতে জল বান্প হয়ে য়য়। ওপরে, যেখানে ঠান্ডা, সেখানে জলীয় বান্প হয়ে য়য় বরফের স্ফটিক — ফলে হয় শিলাব্ন্টি। আর চাঁদে পাথর হয়ে গেছে বান্প, ফলে ব্র্ন্টিও হচ্ছে পাথরকণার। প্থিবীতে একেকটি মেঘ বিশাল বিশাল, তাই মেঘ থেকে কখন কখন ব্র্ন্টি হয় এক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এখানে চাঁদের বৃণ্টি চলল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

'চাঁদ ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার,' গ্রিশকা মনে মনে ঠিক করল। 'বলা যায় না, প্রাণটা যেতে পারে। শক্তি আমার হয়েছে। গ্রহাণতে গিয়ে আরও খানিকটা যোগাড় করা যাবে। তাহলেই ফেরা যাবে ব্যড়ি।'

### গ্রহাণুতে গ্রিশকা

মহাকাশযান গ্রহাণরে কাছাকাছি এগিয়ে এলে গ্রিশকা আশ্চর্ষ হয়ে যায়: কী ছোট্ট এই গ্রহটা — লম্বায় কিলোমিটার, চওড়ায় আধ কিলোমিটার! আর গোল নয়, দেখতে শশার মতো। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হল এই দেখে যে গ্রহাণতে দাঁড়িয়ে আছে একটি রকেট। কে আছে ওটার ভেতরে? গ্রিশকা ব্রুবতে পারছিল না ঝাপারটা আনন্দের না দ্বঃখের। 'যা থাকে কপালে,' ভেবে সে পাশে এসে নামল।

গ্রিশকা সি'ড়ি বরে মহাকাশযান থেকে বেরিরে আসতে আসতে ঘাড় ফিরিরে দেখতে লাগল। পাশের রকেটের সামনে মহাকাশ-পোশাক পরে দাঁড়িরে আছে একটি লোক, তার হাতে কুডলী পাকানো এক রাশ দাড়ি। 'দড়িতে ওর কী কাজ?' মনে মনে ভর পেয়ে গিয়ে ভাবল গ্রিশকা। 'এটা কেমন যেন ভালো লাগছে না আমার।'

শেষ ধাপের আগের ধাপে এসে গ্রিশকা সি'ড়ি থেকে লাফ দিল। পাদ্টো গ্রহাণ্র মাটিতে স্পর্শ করা মাত্র সে ছিটকে ওপরে উঠে গেল। গ্রিশকা এমন ভাবে উড়ে গেল যেন সে বাতাসে ফোলানো। সেই মৃহ্তে অচেনা লোকটি ঝট করে হাত উঠিয়ে দড়ির ফাঁস ছ্রুড়ে গ্রিশকার পায়ে গালয়ে দিয়ে টান মারল। গ্রিশকা ষখন গ্রহাণ্র ওপরে ঝুলছে ততক্ষণে অচেনা লোকটি দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধল গ্রিশকার রকেটের সঙ্গে, তারপর তাকে টেনে আনল নীচে। শেষকালে গ্রহাণ্র ওপর পা রাখার পর গ্রিশকা হেলমেটের কাচের ভেতর দিয়ে মুখটা ভালো করে দেখল... আরে, ও বে ভানিয়া!

গ্রিশকা তার শ্রমণে স্বিকিছ্র জন্যই তৈরি ছিল, কিন্তু এটার জন্য নয়! কেবল প্রিথবীতে তার প্রচুর ক্ষতি করেও ভালো ছেলে ভানিয়ায় আশ মেটে নি দেখা যাচ্ছে, এখন আবার এসে জ্বটেছে এখানে। তায় আবার ফাঁসদড়ি দিয়ে তাকে ধরেছে! না, এটা গ্রিশকার পক্ষে অসহ্য। সে ভানিয়ার দিকে এগিয়ে এসে তার ব্বকে এক ঘ্রিষ বিসরে দিল। ম্হ্রতের মধ্যে ভানিয়া এবং গ্রিশকা নিজেও বল-এর মতো একে জন্যের কাছ থেকে ছিটকে গিয়ে পাক খেয়ে ওপরে উঠে ভাসতে লাগল। ভানিয়াও দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল তার নিজের রকেটের সঙ্গে। ফলে ওরা দ্বজনেই দ্বটো বেল্বনের মতো দড়িতে বাঁধা অবস্থায় দোল খেতে লাগল।

'কী বোকা লোক রে বাবা!' গ্রিশকা তার ইয়ারফোনে শনুনতে পেল ভানিয়ার গলা। 'আমাকে মহাকাশচারী এখানে পাঠিয়েছেন। উনি তোকে বলতে ভুলে গেছেন যে তুই যেন বাঁধনছাড়া অবস্থায় গ্রহাণ্তে বের না হোস। তুই যখন চাঁদে ছিলি সেই ফাঁকে আমি সরাসরি এখানে চলে এসেছি। তোকে যদি ফাঁসদড়ি দিয়ে না ধরতাম তাহলে এতক্ষণে তুই একা একা মহাশ্নোর ব্বকে ভেসে বেড়াতি একটা উল্কাপিন্ডের মতো। প্থিবীতে



তুই স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত — প্ৰিবী বিরাট, তার টানও জোরাল। কিন্তু গ্রহাণ, হল একেবারেই ছোট, প্রায় কোন জিনিসকেই সে নিজের গায়ে ধরে রাখতে পারে না। এখানে প্রায় সব জিনিসই ভারহীন। ব্বেছিস? চাঁদেই এটা তোর বোঝা উচিত ছিল। এখন দ্যাখ আমি কী করি, তুই নিজেও তাই কর।

ভানিরা দ্বাতে দড়ি হাতড়ে হাতড়ে গোটাতে লাগল। সে গ্রহাণ্টেত নেমে এলো, পাথরের মাঝখানে একটা ফাটল খাজে পেয়ে সেখানে তার পা গাঁজে দিল — এই ভাবে সে গ্রহাণ্ট্র ব্বে নিজেকে শক্ত করে আটকে ফেলল।

গ্রিশকা তখন গ্রহাণুর ওপরে ঝুলছে। জীবনে এই প্রথম সে লম্জা অনুভব করল। একটা লোক ছুটে এসেছে তার জীবন রক্ষা করার জন্য আর সে, গ্রিশকা, কিনা তাকে মার দেবার মতলব করিছল। আছো, এটা কি বিচ্ছিরি নয়, বল দেখি?

ছোটু গ্রহাণ্টোর মাথার ওপর ডিগবাজী খেতে খেতে গ্রিশকা এই ভাবে নিজেকে গাল দিল। এদিকে চারপাশে কালো ঘটেষ্ট করছে কোটি কোটি সাদা তারায় ছাওয়া মহাবিশ্বের মহাশ্ন্যদেশ। আর সেই কালিমাথা শ্নাতার ব্বে জ্বলছিল স্বেরি গোলা, হল্যদ দীপ্তি দিছিল চাঁদের গোলা আর জ্বলজ্বল করছিল প্রিবীর নীল গোলাটা।

'তুই ঘ্রিয়ে পড়লি নাকি রে?' গ্রিশকা শ্রনতে পেল চেনা গলার আওয়াজ। 'নেমে আয়, ডলিবল খেলা ঘাবে।'

গ্রিশকা নেমে এলো, সেও একটা ফাটলের মধ্যে পা গংজে দিল, তৈরি হয়ে নিল খেলার জন্য। সতিয় বলতে গেলে কি, এখানে কী করে ভলিবল খেলা যার সে ধারণা তার ছিল না। ডাছাড়া বলুও ত ছাই নেই।

ভানিয়া ইতিমধ্যে বড়সর আলমারির সমান আকারের এক বিশাল পাথরের নীচে গর্নাড় মেরে নেমে গিয়ে সেটাকে ঠেলে দিল। পাথরটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে ঘ্রপাক থেতে খেতে ভেসে এলো গ্রিশকার দিকে।

'প্রথিবীতে যে জিনিসটার ওজন দশ টন এখানে তার ওজন মোটে এক কিলোগ্রাম, তাই ভয় পাওয়ার কিছু, নেই,' রেডিওর সাহায্যে চে'চিয়ে বলল ভানিয়া।

গ্রিশকা সাহসে ভর করে হাতের আঙ**্লগ**্লো ছড়িয়ে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বলটা পাস করে দিল ভানিয়াকে। দেখার মতো দৃশ্য হল বটে!

শেষকালে ভানিয়া পাথরটাকে ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো করে কষে এক লাখি ঝাড়ল। পাথরটা সঙ্গে সঙ্গে ভিগবাজী খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মহাকাশে। এবারে উড়ে যাওয়ার পর যে যাত্রা তার শর্র, হল তার ফলে সে প্থিবী, স্ব আর চাঁদ পার হয়ে, ছোট ছোট গ্রহাণ্র মাঝখান দিয়ে চলে ষেতে পারে। সে হয়ে গেছে একটা উল্কাপিন্ড। কোন দিন তার যাত্রাপথ প্থিবীর গতিপথ ছেদ করে গেলেও ষেতে পারে। এ ঘটনা যদি রাতের বেলায় ঘটে তাহলে লোকে আকাশের বৃকে দেখতে পাবে আগ্রনের রেখা — বায়্মন্ডলের ভেতরে চলে আসার ফলে পাথর গনগনে হয়ে জবলেপ্ডে ষেতে থাকে — এ হল তারই চিহ।



ওদের দ্রজনের বেশ লাগল এই উল্কাপিণ্ড বানানোর খেলা। তারা মেতে উঠল একের পর এক পাথর ছোঁড়ায়। শেষকালে তারা দ্রজনে মিলে মহাকাশের মধ্যে ফেলে দিল বাস্-এর আকারের একটা চাঁই।

## चािष्ठित्रुत्था !

দ্বটো রকেটই একই সময় গ্রহাণ্ট থেকে স্টার্ট দিয়ে প্রথিবীর পথে যাত্রা করল। তারা চলতে লাগল পাশাপাশি, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেণ্টা করল না, কেউ কারও থেকে পিছিয়ে রইল না, ঠিক যেমন ভাবে প্রথিবীতে শহরের ফুটপাথে কিংবা মেঠো পথ দিয়ে পাশাপাশি চলে দুই বন্ধতে।

রকেট যখন প্থিবী থেকে অধেকি পথ দ্বে তখন মহাকাশচারী ওদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ করল। মহাকাশ খাঁচার এবং চাঁদে ও গ্রহাণ্তে তাদের অবতরণের বিবরণ শোনার পর সে জিজ্জেস করল তার কাছে ওদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা। গ্রিশকা তখন প্রশন করল।

'গ্রহাণ্বতে আমার যেমন গায়ের জোর হয়েছিল প্থিবীতেও কি তেমন থাকবে?' এই ছিল তার প্রশন।

'না,' জবাবে বলল মহাকাশচারী, 'প্,থিবীতে তোমার গায়ের জাের হবে আগের মতােই সাধারণ। ভালােভাবে বাঁচার পক্ষে ওটা যথেন্ট। তুমি নিজেই এখন জান যে খ্ব বেশি গায়ের জাের থাকলে অনেক অনেক রকমের ক্ষতি ও অনিন্ট সাধন করা যায়। তুমি আর ভানিয়া মিলে প্রো গ্রহাণ্টাকে ভেঙেচুরে উল্কাপিণ্ড করে ফেলতে পারতে। তোমরা একটা গ্রহকে ধরংস করে ফেলতে পারতে তা সে যত ছােটই হােক, আপাতত জনপ্রাণীশ্নাই বা হােক না কেন।'

গ্রিশকা তখন মহাকাশচারীকে বলল, 'ধন্যবাদ!' গ্রিশকার গায়ের জ্যাের আগের মতােই থেকে মাবে বটে, কিন্তু এখন সে জানে কী করে বে'চে থাকতে হয়।





А. Митяев КОСМОНАВТ И ГРИШКА На языке бенгали

A. Mityayev
DRISHKA AND THE ASTRONAUTE
In Bengali

ব্ৰুতের ছোট ব্যস্ত ছেলেমেয়েদের ধনা

কোভিবেত ইউনিবনে ম্ভিত লো বাংলা অনুবাদ - গচিত - বাফ্লো প্রকলেন - মণ্ডেন ১১৮৪